জনগনের বন্ধু

বাংলাদেশের শান্তি'র নগরী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে রাজশাহী, আর এই শহরেই কেটেছে আমার শৈশব-কৈশর এবং একজন ক্রিকেটার হিসেবে পথচলা। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে রাজশাহী তথা বাংলাদেশ পুলিশকে খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। বলা বাহুল্য ১৯৯৭ সালে "আইসিসি" ট্রফি জয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্রিকেট অঙ্গনে যেমন পরিবর্তন ঘটে ঠিক তেমনি বর্তমানে পুলিশ প্রশাসনে উন্নয়নের ছোঁয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে বাংলাদেশ পুলিশ প্রশাসন ভুয়সী প্রসংশার দাবীদার। সময়ের সাথে আধুনিকায়ন বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রম চোখে পড়ার মতো উল্লেখ্য রাজশাহী মহানগরীতে প্রধান প্রধান সড়কের চারপাশে পর্যবেক্ষণরত সিসি ক্যামেরা সার্বক্ষণিক নাগরিক নিরাপত্তা পালন করে চলেছে। পাশাপাশী দেশের সংকটময় ক্রান্তিকালে অর্থাৎ কোভিড-১৯ রোধে অসহায় মানুষের পাশে পুলিশ প্রশাসন যেভাবে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সেজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বর্তমানে নতুন প্রজন্ম থেকে যে সকল উচ্চ শিক্ষিত, মার্জিত, কঠোর পরিশ্রমী পুলিশ ভাইদের পেশাদারিত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ অনেক দেশের কাছে অনুকরনীয় হয়ে উঠবে বলে আমি বিশ্বাস করি। পরিশেষে, বাংলাদেশ পুলিশ সন্ত্রাস, মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে আরো সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করে বাংলাদেশ কে এগিয়ে নিয়ে যাক, এই কামনা করি।

মোঃ খালেদ মাসুদ পাইলট
সাবেক অধিনায়ক
বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল

জনগণের বন্ধু

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য হিসেবে আমাকে দেশ-বিদেশের অনেক জায়গায় ভ্রমণ করতে হয়। জাতীয় দলের সদস্যরা দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। এজন্য দেশের বাইরেও তাদের জন্য পুলিশি প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়। বিদেশের পুলিশের পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতা আমি নিজ চোখে দেখেছি। সেদিক থেকে আমি বলবো, বাংলাদেশ পুলিশ কোনোভাবেই পিছিয়ে নয়। বরং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেওয়ার ঈর্ষণীয় মনোভাব বাংলাদেশ পুলিশ লালন করে। বাংলাদেশ সফরকারী যেকোনো বিদেশি খেলোয়াড় এ কথা অকপটে স্বীকার করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

মহামারী করোনা ভাইরাস আমাদের পৃথিবী বদলে দিয়েছে। দর্শকশূন্য মাঠে আমাদের ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে হচ্ছে। জাতীয় দলের ক্যাম্প চলাকালীন সময়ে আমাদের বাস করতে হচ্ছে জৈব সুরক্ষা বলয়ে। অথচ আমাদের পুলিশ ভাইয়েরা মহামারীর সময়েও যথাযথভাবে ডিউটি পালন করছেন। মানুষের জন্য কাজ করতে গিয়ে অনেক পুলিশ সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। অনেকেই মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন। দেশ ও জাতির জন্য তাদের এই ত্যাগ অপরিসীম। জনসাধারণকে সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মেনে পুলিশকে সহায়তা করার জন্য আমি একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছিলাম গতবছর। সেখানে অনেকেই পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করে মন্তব্য করেছিলেন। ব্যাপারটি আমাকে আনন্দিত করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই যাত্রা স্বাধীনতার ৫০ বছরে আরো সুদৃঢ় হয়েছে। অপরাধ দমনে পুলিশ যেমন কঠোর হয়েছে, তেমনি মানবিক প্রয়োজনে উদার রূপে দেশের জনগণকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের পুলিশ জনগণের পুলিশ হয়ে দেশের মানুষের পাশে থাকবে।

মুশফিকুর রহিম
উইকেট কিপার-ব্যাটসম্যান
বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল

রাজশাহী জেলা

বাঘা মসজিদ, রাজশাহী

রাজশাহী জেলা পরিচিতি ঃ

রাজশাহী জেলা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্তবর্তী একটি জেলা। এই জেলাটি রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত। অবস্থানগত কারণে এটি বাংলাদেশের একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত জেলা। রাজশাহী জেলা বাংলাদেশের পুরাতন জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি জেলা।

ভৌগোলিক সীমানা ঃ

রাজশাহী জেলার উত্তরে নওগাঁ জেলা, দক্ষিণে ভারতের পশ্চিবঙ্গ রাজ্য, কুষ্টিয়া জেলা ও পদ্মা নদী, পূর্বে নাটোর জেলা, পশ্চিমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা। দেশের প্রধানতম নদী পদ্মা এই জেলার সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

আয়তন ঃ

রাজশাহী জেলার মোট আয়তন ২৪০৭.০১ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে ৯০০ বর্গকিলোমিটার রাজশাহী মহানগর পুলিশের অধিভুক্ত।

জনসংখ্যা ঃ

রাজশাহী জেলার জনসংখ্যা প্রায় ২৩,৭৭,৩১৪। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনঘনত্ব ৯৯০।

প্রশাসনিক এলাকাসমূহ ঃ

প্রশাসনিকভাবে রাজশাহী ১৭৭২ সালে জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলায় উপজেলার সংখ্যা ৯ টি। রাজশাহী জেলা পুলিশের থানার সংখ্যা ০৮ টি। আরএমপি'র থানার সংখ্যা ১২টি। পৌরসভার সংখ্যা ১৪টি, ইউনিয়ন রয়েছে ৭১ টি, মৌজা ১৬৭৮ টি ও গ্রামের সংখ্যা ১৮৫৩ টি। রাজশাহী জেলা পুলিশের থানাগুলো হলো ১। গোদাগাড়ী মডেল থানা, ২। তানোর থানা, ৩। মোহনপুর থানা, ৪। বাগমারা থানা, ৫। দুর্গাপুর থানা, ৬। পুঠিয়া থানা, ৭। চারঘাট মডেল থানা ও ৮। বাঘা থানা।

ইতিহাস ঃ

ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র মতে রাজশাহী রাণী ভবানীর দেয়া নাম। অনুমান করা হয় 'রামপুর' এবং 'বোয়ালিয়া' নামক দুটি গ্রামের সমন্বয়ে রাজশাহী শহর গড়ে উঠেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে 'রামপুর' - 'বোয়ালিয়া' নামে অভিহিত হলেও পরবর্তীকালে রাজশাহী নামটিই সর্ব সাধারণের নিকট সমধিক পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে আমরা যে রাজশাহী শহরের সঙ্গে পরিচিতি, তার আরম্ভ ১৮২৫ সাল থেকে। রাজশাহী শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দুটি ভিন্ন ভাষার একই অর্থবোধক দুটি শব্দের সংযোজন পরিচিতি হয়। সংস্কৃত 'রাজ' ও ফারসি 'শাহ্' এর বিশেষণ 'শাহী' শব্দযোগে 'রাজশাহী' শব্দের উদ্ভব, যার অর্থ একই অর্থাৎ রাজা বা রাজা-রাজকীয় বা বাদশাহ বা বাদশাহী। সাধারণভাবে বলা হয় এই জেলায় বহু রাজা-জমিদারের বসবাস, এজন্য এ জেলার নাম হয়েছে রাজশাহী। ১৯৮৪ সালে বৃহত্তর রাজশাহীর ০৪ টি মহকুমাকে নিয়ে রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ এই চারটি স্বতন্ত্র জেলায় উন্নীত করা হয়।

দর্শনীয় স্থান ঃ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বরেন্দ্র জাদুঘর, পুঠিয়া রাজবাড়ি, বাঘা মসজিদ, রাজা কংস নারায়ণের মন্দির, তামালি রাজার বাড়ি, গোয়ালকান্দি জমিদার বাড়ি, হাজারদুয়ারি জমিদার বাড়ি, রাজশাহী কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা, পদ্মা নদীর বাঁধ।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ঃ

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাণী ভবানী, মহারাণী হেমন্ত কুমারী দেবী, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী খাজা এম, এ মজিদ, বাংলাদেশের জাতীয় নেতার অন্যতম ব্যক্তিত্ব এ এইচ এম কামারুজ্জামান হেনা, কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক, কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, কণ্ঠশিল্পী এন্ড্রু কিশোর, এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন, মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি ও ক্রিকেটার খালেদ মাসুদ পাইলট।

রাজশাহী জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন অফিসার"গণের পরিচিতি ঃ

জনাব এ বি এম মাসুদ হোসেন, বিপিএম (বার)
পুলিশ সুপার, রাজশাহী

জনাব আবু সালেহ মোঃ আশরাফুল আলম
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(প্রশাসন ও অপরাধ), রাজশাহী

জনাব সনাতন চক্রবর্তী
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(ডিএসবি), রাজশাহী

জনাব মোঃ ইফতে খায়ের আলম
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর), রাজশাহী

জনাব অলক বিশ্বাস
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সদর সার্কেল, রাজশাহী

জনাব মোঃ ইমরান জাকারিয়া
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুঠিয়া সার্কেল, রাজশাহী

জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান
সহকারি পুলিশ সুপার, গোদাগাড়ী সার্কেল, রাজশাহী

জনাব রুবেল আহমেদ
সহকারি পুলিশ সুপার (ডিএসবি), রাজশাহী

জনাব প্রণব কুমার
সহকারি পুলিশ সুপার, চারঘাট সার্কেল, রাজশাহী

জনাব নিয়াজ মেহেদী
সহকারি পুলিশ সুপার (এসএএফ) রাজশাহী

জনাব মোঃ আবুল খায়ের
ডিআইও-১, ডিএসবি, রাজশাহী

জনাব মোঃ আব্দুর রফিক
কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক(প্রশাসন), রাজশাহী

জনাব মোঃ খাইরুল ইসলাম
অফিসার ইনচার্জ, জেলা গোয়েন্দা শাখা, রাজশাহী

জনাব মোঃ মোস্তাক আহম্মেদ
অফিসার ইনচার্জ, বাগমারা থানা রাজশাহী

জনাব মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম
অফিসার ইনচার্জ, চারঘাট থানা রাজশাহী

জনাব মোঃ হাশমত আলী
অফিসার ইনচার্জ, দূর্গাপুর থানা রাজশাহী

জনাব মোঃ সোহরাওয়ার্দী হোসেন
অফিসার ইনচার্জ, পুঠিয়া থানা রাজশাহী

জনাব কামরুল ইসলাম
অফিসার ইনচার্জ, গোদাগাড়ী থানা রাজশাহী

জনাব মোঃ রাকিবুল হাসান
অফিসার ইনচার্জ, তানোর থানা রাজশাহী

জনাব মোহাঃ তৌহিদুল ইসলাম
অফিসার ইনচার্জ, মোহনপুর থানা রাজশাহী

জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
অফিসার ইনচার্জ, বাঘা থানা, রাজশাহী

অপরাধ দমনে রাজশাহী জেলা পুলিশের সাফল্য

মেয়র হয়েও মানুষকে মারধর, বাসায় অভিযান চালাতেই উন্মোচিত হলো অপরাধের সাম্রাজ্য

মদ্যপ অবস্থায় মানুষকে মারধরের অভিযোগ ছিল বাঘার আড়ানী পৌরসভার মেয়র মুক্তার আলীর বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষতো বটেই সাধারণ জনগণকেও নির্যাতন করতে ছাড়তেন না এই জনপ্রতিনিধি। অভিযোগ ছিল অবৈধ অর্থ ও মাদকের বিপুল ভান্ডার রয়েছে তার বাড়িতে। আড়ানী পৌর এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন মেয়র মুক্তার। গত ০৬ জুলাই ২০২১ তারিখ রাতে মদ্যপ অবস্থায় দলবল নিয়ে পৌর এলাকায় বেরিয়ে পড়েন মেয়র মুক্তার। নেশার ঘোরে গিয়ে হাজির হন কলেজ শিক্ষক মনোয়ার হোসেন মজনুর ঔষধের দোকানে। মজনু আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। গত পৌর নির্বাচনে কাজ করেছিলেন নৌকা মার্কার পক্ষে। ফলে মনোনয়ন বঞ্চিত মুক্তার আলী মজনুর উপর ক্ষিপ্ত ছিলেন। রাত ০৯.৩০ নাগাদ মজনুর ঔষধের দোকানের সামনে গিয়ে হঠাৎই মেয়রের মনে পড়ে নির্বাচনে মজনুর ভূমিকার কথা। দলবল নিয়ে মজনুর দোকানে তেড়ে যান তিনি। অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে হঠাৎ নিজ হাতে মজনুকে মারতে শুরু করে মেয়র ও তার অনুসারিরা। মজনুর দোকানের পাশেই তার বসতবাড়ি। হইচই এর শব্দ শুনে সন্তান ও স্ত্রী বাইরে বেরিয়ে এলে নেশার ঘোরে থাকা মেয়র তাদেরকেও পিটিয়ে আহত করেন।

স্বপরিবারে আহত মনোয়ার হোসেন মজনু সেই রাতেই পুলিশের শরণ নেন। বাঘা থানায় গিয়ে মেয়র মুক্তার আলী ও তার সহকারী মোঃ আঙ্কুরসহ ৩/৪ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করেন। বাঘা থানার অফিসার ইনচার্জ ঘটনাটি জানান সম্মানিত পুলিশ সুপারকে। তার নির্দেশে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(প্রশাসন) জনাব আবু সালেহ মোঃ আশরাফুল আলম ও সহকারী পুলিশ সুপার ডিএসবি জনাব রুবেল আহম্মেদ দ্রুতই আড়ানী পৌরসভার উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিল ওসি নজরুল ইসলাম, বিট অফিসার প্রজ্ঞাময় মন্ডলসহ বাঘা থানার একটি চৌকস দল। মেয়র মুক্তার আলীকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে তার বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে পুলিশ। দড়জায় অনেকক্ষণ নক করেও কেউ সারা না দেওয়ায় কৌশলে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়েন পুলিশ। মেয়র মুক্তার আলীর সন্ধানে খুঁজতে থাকে এঘর ওঘর কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়না মুক্তারকে। বাড়িতে কেবল মুক্তারের স্ত্রী জেসমিন আক্তার ও দুই ভাতিজা সোহান ও শান্ত। অনেক খুঁজে মুক্তারকে পাওয়া না গেলেও লুকানো অস্ত্র, গুলি, মাদক এবং প্রায় কোটি টাকার সন্ধান পায় পুলিশ। বাড়ির ভেতর চিরনী তল্লাশী চালিয়ে উদ্ধার করা হয় একটি ৭.৬৫ অটোমেটিক বিদেশী পিস্তল, ৭.৬৫ পিস্তলের ০৪টি ম্যাগজিন, ৭.৬৫ পিস্তলের ১৭ রাউন্ড তাজা গুলি, ৭.৬৫ পিস্তলের ০৪টি গুলির খোসা, একটি ওয়ান শুটার গান, একটি দেশি বন্দুক, একটি এয়ারগান, শটগানের ২৬ রাউন্ড গুলি, ১০ গ্রাম গাঁজা, ০৭ পুরিয়া হেরোইন, ২০ পিস ইয়াবা, ১৮ লক্ষ টাকার স্বাক্ষর করা চেক এবং নগদ ৯৪ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। মেয়রের বাড়িতে পাওয়া কোন অস্ত্রেরই লাইসেন্স ছিল না। উদ্ধারকৃত টাকার উৎসের ব্যাপারে কোন সদুত্তর দিতে পারেনি মুক্তারের পরিবার।

পালিয়ে গেলেও পুলিশি অভিযানের মুখে বেশী দিন লুকিয়ে থাকতে পারেননি মেয়র মুক্তার। জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার একটি চৌকস দল সার্বক্ষণিক তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকে। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় জানা যায় পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানায় গা ঢাকা দিয়ে আছেন মেয়র মুক্তার আলী। রাজশাহী জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার মহোদয়ের নির্দেশনায় পলাতক মুক্তারকে গ্রেফতারের জন্য প্রস্তুত হয় গোয়েন্দা শাখার একটি দল। দলটির নেতৃত্বে ছিলেন এএসপি (ডিএসবি) জনাব রুবেল আহমেদ ও ইন্সপেক্টর জনাব আতিক। ০৯ জুলাই রাতভর অভিযান চালিয়ে ঠিক সূর্যোদয়ের আগে পাকশী এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় পলাতক মেয়র মুক্তার আলীকে। সঙ্গে আটক হয় রাজন আলী নামের এক সহযোগীও। পরবর্তীতে মুক্তারকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি বাড়িতে লুকানো চার বোতল ফেন্সিডিল, একশত গ্রাম গাঁজা, এক লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা এবং দেশীয় অস্ত্রের সন্ধান দেন। জনপ্রতিনিধি হয়েও দুর্বৃত্তের মতো আচরণ করা মেয়র মুক্তার আলীকে অবশেষে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হলো।

বাকীতে মোবাইল বিক্রী করাই কাল হলো জহুরুলের জন্য, হতে হলো হত্যার স্বীকার

২৩ বছর বয়সী জহুরুল ইসলাম একজন মোবাইল সেলসম্যান। কাজ করেন বাঘার পানিকুমড়া বাজারের একটি মোবাইল ফোনের দোকানে। এ দিয়েই সংসার চলে তার। ভালই চলছিল জহুরুলের জীবন। তবে একদিন পূর্ব পরিচিত মাসুদ রানা ও আমিনুল ইসলামের কাছে বাকীতে মোবাইল ফোন বিক্রয় করাই কাল হলো তার জন্য। পাওনা টাকার জন্য তাগাদা দিলে মাসুদ ও আমিনুল বিরক্ত হয়ে ওঠে। তারা সিদ্ধান্ত নেয় টাকা তো দেবেই না বরং জহুরুলকে হত্যা করে তার কাছে থাকা মোবাইল ফোন গুলোও ছিনিয়ে নিবে। এই উদ্দেশ্যে গত ০৫ জানুয়ারী ২০২১ তারিখে সন্ধ্যা বেলায় টাকা শোধের কথা বলে জহুরুলকে ডেকে নিয়ে যায় মাসুদ রানা ও আমিনুল ইসলাম। তারা তিনজনে গিয়ে উপস্থিত হয় তেথুলিয়া শিকদারপাড়া গ্রামের একটি নির্জন আম বাগানে। জনশূন্য আম বাগানে নিয়ে আসায় মনে মনে হয়তো উদ্বিগ্ন হয়েছিল জহুরুল। সন্দিহান হয়েছিল তার সঙ্গে থাকা দোকানের আটাশটি মোবাইল ফোনের নিরাপত্তা নিয়ে। জহুরুলের আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করে আম বাগানে পৌঁছানো মাত্রই প্রকাশ হয়ে পড়ে মাসুদ ও আমিনুলের ঘাতক মুখ। তারা বাগানে লুকানো ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে মোবাইল সেলসম্যান জহুরুলকে। ছিনিয়ে নেয় জহুরুলের সঙ্গে থাকা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ২৮টি মোবাইল ফোন। মাসুদ রানা ও আমিনুল ভেবেছিল এই হত্যাকান্ডটি অজ্ঞাত থেকে যাবে। কাকপক্ষীও জানতে পারবে না তাদের নৃশংস অপরাধের কথা। মোবাইল গুলো নিয়ে তাদের অপর সহযোগী মেহেদী হাসান রকির কাছে রাখে। তবে শেষ রক্ষা হয় না। মৃত জহুরুলের পিতা, পুত্রের হত্যার কারণ উদঘাটনের জন্য একটি মামলা করেন। রাজশাহী জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার মহোদয় এই ভয়াবহ হত্যাকান্ডের রহস্য উদঘাটনের দায়িত দেন চারঘাট সার্কেলের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার জনাব নুরে আলমকে। তার নেতৃত্বে একটি টিম ঘটনাস্থলে তদন্ত ও তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে শনাক্ত করেন তিন আসামীকে। গত ১৫ জানুয়ারী ২০২১ তারিখ রাতে গ্রেফতার করা হয় এই তিন ব্যক্তিকে। মাসুদ রানা ও আমিনুল ইসলামকে তাদের নিজ বাড়ি থেকে এবং মেহেদী হাসানকে নানার বাড়ি ঈশ্বরদী থেকে গ্রেফতার করা হয়। জানা যায় আসামীরা এলাকায় বিভিন্ন ছোটখাটো অপরাধ ও মাদক সেবনের সাথে জড়িত।

স্বজনের হাতে খুন হলো প্রকাশ, পুলিশি তদন্তে বেরিয়ে এলো রোমহর্ষক ষড়যন্ত্র

নিকট অতীতে এমন ঘটনা কখনো দেখেনি রাজশাহীর তানোর থানা এলাকার মানুষ। গত ২৯ এপ্রিল, ২০২১ ভোরবেলা কলমা ইউনিয়নের শিংড়াপুকুর ব্রিজের পাশের ধান ক্ষেতে পাওয়া গেল এক যুবকের লাশ। যুবকের শরীরে বর্বরতার ছাপ সুস্পষ্ট। ধারালো অস্ত্রের কোপে ক্ষত-বিক্ষত তার শরীর। গ্রামের বাতাসে এ খবর ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। নিষ্ঠুরতার সাক্ষী হতে জমে যায় মানুষের ভীড়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এনায়েতপুর গ্রামের নির্মল শিং (৪৫)। ভীড় ঠেলে সামনে এগিয়ে দেখেন এ তারই ছেলে প্রকাশ শিং (২০) এর লাশ। রাজশাহীর এক মিষ্টির দোকানে কাজ করতো প্রকাশ। লকডাউনের কারণে বাড়ীতে ছিল সে। গতকাল সন্ধ্যার পর আর বাড়ি ফেরেনি। বন্ধ ছিল তার মোবাইল ফোনটিও। ছেলের এমন পরিণতির কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি নির্মল।

সেদিনই নির্মল শিং বাদি হয়ে তানোর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। তিনি এজাহারে উল্লেখ করেন যে, গত ২৮/০৪/২০২১ তারিখ বিকাল আনুমানিক ০৬.০০ ঘটিকার সময় তার ছেলে প্রকাশ নিজের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনসহ চা খাওয়ার কথা বলে বাড়ী হতে কড়াইতলা মোড়ের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায়। সন্ধ্যা আনুমানিক ০৭.০০ ঘটিকার সময় তার ছেলে প্রকাশকে কেউ ফোন করেছিল বলে তিনি জানতে পারেন। ঐ দিন রাত্রী আনুমানিক ০৮.২১ ঘটিকার সময় তার ছেলে বাড়ীতে ফিরে না আসলে, তিনি ছেলের মোবাইলে কল দিলে ফোন বন্ধ পান। অনেক খোঁজাখুজি করে তিনি তার ছেলের সন্ধান না পেয়ে অবশেষে রাত্রী আনুমানিক ০৩.০০ ঘটিকায় বাড়ীতে আসেন। ভোর বেলা লোকমুখে ধানক্ষেতে একজনের লাশ পড়ে আছে জানতে পেরে পরিবারের লোকজন নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে তিনি ছেলের মৃত দেহ দেখে চিনতে পারেন। সন্দেভাজন ২/৩ কে আসামী করে থানায় মামলা করেন।